সংবাদ

তারিখ 09 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

রোকেয়া দিবস আজ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেক্ষিত রোকেয়া

তপন কুমার রায়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুরে নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নামে নির্মিত রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেক্ষিত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আট বছরেও ক্যাম্পাসে রোকেয়ার কোনো দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি বা মুরাল স্থাপন করা হয়নি। নেই রোকেয়া বিষয়ক চর্চার কোনো সুব্যবস্থাও। একই সঙ্গে লেখিকার জন্মস্থান স্মৃতিবিজড়িত জেলার মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দ গ্রামে অবস্থিত বেহালদশায় থাকা 'রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র'টি দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যত কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেননি। তবে বরাবরের মতো এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী সরকারের কাছে রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেয়ার দাবি জানান। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে ২০০৯ সালে বেগম রোকেয়ার নামকরণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানকালীন থেকে নানান কারণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কদর নেই রোকেয়ার। অনেকটা নামেই কেবল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস আসলেই দিবসটি শুধু র‌্যালি এবং আলোচনা সভাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তার আদর্শ চর্চার বিষয়ে তেমন গুরুত্ব ও সুব্যবস্থা নেই। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে রোকেয়া কর্নার করা হলেও সেখানে হাতেগোনা কয়েকটি বই ছাড়া রোকেয়ার লেখা ও সম্পর্কিত কোনো বই মিলে না বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। এছাড়াও শুধু তিনটি বিভাগে কোর্সের অংশ হিসেবে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে পাঠদান করা হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও রোকেয়া স্টাডিজ নামে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জলিল মিয়ার আমলে একটি ১০০ নম্বরের পাঠ্য বিষয় প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য বাধ্যতামূলক করে যা সিন্ডিকেট সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু তৎকালীন উপাচার্য দুর্নীতির দায়ে অপসারিত হওয়ার পর বিষয়টি চালুর কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি বর্তমান কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ম বছরেও রোকেয়ার কোনো প্রতিকৃতি বা মুরাল স্থাপন করা হয়নি ক্যাম্পাসে।

কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করেনি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ও 'শিক্ষা আন্দোলন পরিষদের' আহ্বায়ক রক্তিম মিলন বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম নাম বেগম রোকেয়া। তার নামকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়ার কোনো প্রতিকৃর্তি নেই এটি দুঃখজনক। উপাচার্যের কাছে দাবি, শীঘ্রই ক্যাম্পাসে বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতি স্থাপন করা হউক। এই দাবি জানিয়ে আগামী ১১ ডিসেম্বর 'শিক্ষা আন্দোলন পরিষদের' পক্ষ থেকে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হবে।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী সংবাদ'কে বলেন, বেগম রোকেয়ার মুরাল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। যতদ্রুত সম্ভব বাস্তবে রূপ দেয়া হবে। ক্যাম্পাসে ভিতরে দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হবে।'

দাবি আছে, উদ্যোগ নেই : বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান স্মৃতিবিজড়িত রংপুর মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দ গ্রামে অবস্থিত বেহালদশায় থাকা 'রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার দাবি এই প্রথম নয়। এর আগেও সাবেক ও বর্তমান উপাচার্যের আমলে স্মৃতিকেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়নের দিতে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হলেও এ বিষয়ে কার্যত কোনো উদ্যোগ নেই। অথচ মাত্র ৭৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এ রকম একটি স্থাপনা যোগ হলে বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধের পাশাপাশি বেহালদশা থেকে মুক্তি পেতে পারে স্মৃতিকেন্দ্রটি। একইসঙ্গে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ওই স্থাপনাটি শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তম গবেষণাক্ষেত্র কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তবে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে লিখিতভাবে সরকার বরাবর জানানোর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় দাবি এখনো স্বপ্নেই রয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবীর সঙ্গে কথা বললে তিনি সংবাদ'কে জানান, গবেষণার উত্তম ক্ষেত্রসহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাবরের মতো রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি।' তবে এ দাবি লিখিতভাবে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পূর্বের কর্তৃপক্ষ করেছে কিনা জানি না, স্মৃতিকেন্দ্রটি নিয়ে সরকারি পর্যায়ে মামলা থাকায় বর্তমান সময়ে জানানো হয়নি।'